65

ভোরের কাগজ

16 NOV 1997

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫

অভিমত

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কি সত্যিই স্থাপিত হয়েছে!

ডা. ফখরুল ইসলাম চৌধুরী

গত পহেলা আগস্ট সব পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ ছিল ঢাকায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে। 'পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর' শিরোনামের সংবাদ-ভাষ্য ছিল : 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এবং দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত জাতীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের আলোকে ঢাকাস্থ আইপিজিএমআর (পিজি হাসপাতাল)কে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।... এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' (জনকণ্ঠ, ১ আগস্ট)।

কোনো পূর্বাভাস নেই, পূর্বাপর আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিঙের কোনো খবরাখবর নেই, কেবিনেট মিটিঙের সিদ্ধান্ত নেই- অকস্মাৎ এই সংবাদ পরিবেশন যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। মেডিকেল পেশাজীবীরা আগ্রহান্বিত হয়ে লক্ষ্য করতে থাকে পরবর্তী ঘটনাপঞ্জি। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ও মহাসচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি ছাপিয়ে দেয় এর দুই দিন পর। স্বাভাবিকভাবেই আরো দুই-চারজন 'স্বাগতম' বিবৃতি নিয়ে আসে।

এ দেশে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের। উচ্চতর এবং সমন্বিত মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত ও পেশাগত শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালসহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মেডিকেল পেশাজীবীগণ করে আসছে। ১৯৬২-এর শেষাশেষি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো যে সংগঠিত হয়েছিল, তাদের সেই দাবিগুলোর মধ্যেও অন্যতম ছিল একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। সরকারি চাকরিতে ডাক্তারদের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ, সেন্ট্রাল মেডিকেল ক্যাডার প্রবর্তনসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ (আইপিজিএমআর) প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর অবশ্য ইনস্টিটিউট অফ চেস্ট ডিজিজেস, ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ এবং আরো পরে বাংলাদেশ হওয়ার পর বিসিপিএস, আইসিভিডি, নিপসম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মেডিকেল কলেজসমূহের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু মেডিকেল শিক্ষাকে সমন্বিত করে সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য সম্ভাব্য অবকাঠামোসহ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। ১৯৯৪ সালে আবারো এ দেশের চিকিৎসকরা এক বৃহত্তর আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন উপর্যুপরি স্মারকলিপি পেশ, রাজপথে সমাবেশ এবং সংবাদ সম্মেলন করে ব্যর্থ হওয়ার পর দেশব্যাপী সকল ডাক্তারদের কার্যবিরতি এবং পরে এক লাগাতার ধর্মঘটে সংগঠিত করে। তখনকার দাবি-দাওয়ার মধ্যেও অন্যতম ছিল ঢাকায় একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। বিএমএ কর্তৃক পেশকৃত ২১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিএমএ-র উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লিয়াজোঁ কমিটির সঙ্গে সর্বশেষ সভা হয় ১৯-১-৯৪ তারিখে। ২০-১-৯৪ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ঘোষণার (নং পারি-৩/বিবিধ-৩৭/৮৯ (অংশ)/৫৮-এর ৮ নম্বর ধারা ছিল : 'মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিএমএ, মেডিকেল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি, চারজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যার মধ্যে দুইজন মেডিকেল শিক্ষাবিদ এবং সভাপতি বিএমডিসি সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হবে যা আগামী ছয় মাসের মধ্যে সুপারিশ পেশ করবে।' অতঃপর ঐ কমিটি দুই/তিনটি সভায় মিলিতও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল-ধর্মঘটের কারণে নিশ্চয়ই তা আর এগোয়নি।

১ আগস্ট ঐ সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার দুই-তিন দিন পরই দেখা গেলো 'আইপিজিএমআর হাসপাতাল' নামফলকটি আর নেই। তদস্থলে শোভা পাচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' - হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো অক্ষরে লেখা নামফলক। আশা করা হচ্ছিল অচিরেই উপাচার্য ও উপউপাচার্য নিয়োগের ঘোষণা আসবে, ঘোষণা আসবে ইউনিভার্সিটি স্ট্যাটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের।

এর পরপরই দেখা গেলো পিজি হাসপাতালের কর্মচারীরা অবিরাম ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে— তারা সরকারি চাকরি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে রূপান্তর প্রতিহত করবে। নার্সরা ধর্মঘটে অবতীর্ণই হয়ে গেলো। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বয়ং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালে ঘোষণা দিলেন তাদের চাকরির কোনো রূপান্তর হবে না, স্ট্যাটাসকো মেইনটেইন করা হবে। এ সময় আলোচনা বা মধ্যস্থতাকারী কর্মকর্তা ডাইরেক্টরের এবং কোনো কোনো অধ্যাপকের পদবী সংবাদপত্রে এসেছে যথাক্রমে ডাইরেক্টর এবং অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে।

সর্বশেষে এই গত ১৮-১০-৯৭ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি : 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-এর বিভিন্ন কোর্সসমূহে ভর্তির নিমিত্তে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান। স্বাক্ষরকারী প্রফেসর মোহাম্মদ তাহির, ডাইরেক্টর, আইপিজিএম এন্ড আর।' এর কয়দিন পরই সবাইকে হতবাক করে এক অধ্যাপক ঘোষণা দিয়েছেন আইপিজিএমআর-এ পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে!

এসব দৃষ্টে মনে হচ্ছে, দেশে আদৌ কোনো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। '৯৪ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঐ যে সিদ্ধান্ত ছিল দেশে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটির কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এতোদিনেও কোনো 'মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ' জারি করা হয়নি, কোনো সংসদীয় আইনও প্রবর্তিত হয়নি। তাহলে সমস্ত বিষয়টা মনে হচ্ছে বুদ্ধিমত্তাহীন অতি উৎসাহ ও ভাবপ্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু নাম বদলানোর এই প্রক্রিয়ায় যার নাম সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার প্রতি কি যথার্থ সম্মান দেখানো হচ্ছে!

ডা. ফখরুল ইসলাম চৌধুরী : সাবেক সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও ট্রেজারার, বিএমএ।

...ON AND STATISTICS
3. SYSTEM
SHEET — OF — SHEETS